পুলিশ সপ্তাহ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

‘দক্ষ পুলিশ, সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’ —এ স্লোগানে শুরু হয়েছে ‘পুলিশ সপ্তাহ-২০২২’।

রোববার সকাল ১০টায় রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স মাঠে বার্ষিক পুলিশ প্যারেডের মধ্য দিয়ে পুলিশ সপ্তাহ-২০২২ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি প্যারেডে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে পুলিশের বিভিন্ন কন্টিনজেন্ট এবং পতাকাবাহী দলের সুশৃঙ্খল, দৃষ্টিনন্দন প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করছেন।

সকালে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল অনুষ্ঠানস্থলে এসে দৃষ্টিনন্দন প্যারেড পরিদর্শন করেন।

বার্ষিক পুলিশ প্যারেডে অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দেন পুলিশ সুপার মো. ছালেহ উদ্দিন। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন কন্টিনজেন্টের পুলিশ সদস্যরা প্যারেডে অংশ নেন।

দ্বিতীয় দিনের (সোমবার) কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে— শিল্ড প্যারেডের ফাইন প্রতিযোগিতা, প্রীতিভোজ, সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান কর্মকর্তাদের পুনর্মিলনী।

তৃতীয় দিন (মঙ্গলবার) সকালে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বিকালে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির সম্মেলন এবং সন্ধ্যায় ভার্চুয়ালি ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি।

২৬ জানুয়ারি ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইজিপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পুলিশ সপ্তাহের শেষ দিন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বিকালে উচ্চপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সম্মেলনের মাধ্যমে সপ্তাহের কার্যক্রম শেষ হবে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের দরবার

এবার করোনার কারণে বাতিল করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় পুলিশের দাবিগুলো প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানানো হবে। এছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিভিন্ন দাবিদাওয়া উপস্থাপন করা হবে।

পুলিশ সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ হলো বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রদান। করোনা পরিস্থিতির কারণে গত বছর পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন না হওয়ায় এবার ২০২০ ও ২০২১ সালের বিপিএম-পিপিএম পদক একসঙ্গে দেওয়া হবে। মোট ২৩০ পুলিশ কর্মকর্তা বিপিএম ও পিপিএম পদক পাচ্ছেন।

প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রী এ পদকসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রদান করেন। এবারও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পদক তুলে দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল।

করোনা মহামারির কারণে গত বছর বাংলাদেশ পুলিশের বড় সম্মেলন পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে এবার করোনা চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে কঠোর বিধিনিষেধ অনুসরণের মধ্য দিয়ে হচ্ছে পুলিশ সপ্তাহ-২০২২।

সংসদে উত্থাপন ইসি গঠন আইন বিল

জাতীয় সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করা হলো নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন সংক্রান্ত খসড়া আইন।

রোববার বেলা ১১টার দিকে একাদশ জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে এই বিল উত্থাপন করেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

বিলটি উত্থাপনের পর অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতেই বিলটি পাঠানো হবে।

পাঁচ দিন বিরতির পর আজ বেলা ১১টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশন আবার শুরু হয়। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এতে

সভাপতিত্ব করছেন।

সংবিধানের ১১৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার (ইসি) নিয়োগের জন্য বিলটি আনা হচ্ছে। কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। তার আগেই রাষ্ট্রপতিকে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে। সেক্ষেত্রে আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন ও পাস করে গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য হাতে চার সপ্তাহ সময় রয়েছে।

এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন- ২০২২’ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

আজ সংসদে উঠছে নির্বাচন কমিশন আইন

নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন সংক্রান্ত খসড়া আইন জাতীয় সংসদে আজ রোববার বিল আকারে উত্থাপন করা হচ্ছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক এটি উত্থাপন করবেন। পরে অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতেই বিলটি পাঠানো হবে। জাতীয় সংসদ সচিবালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

পাঁচদিন বিরতির পর আজ রোববার বেলা ১১টায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশন আবার শুরু হচ্ছে। পাঁচদিন মুলতবির পর শুরু হওয়া এ অধিবেশনে নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠন সংক্রান্ত বিল বা খসড়া আইনটি উত্থাপিত হবে।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এতে সভাপতিত্ব করবেন। সংবিধানের ১১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার (ইসি) নিয়োগের জন্য বিলটি আনা হচ্ছে। কেএম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইসির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি। তার আগেই রাষ্ট্রপতিকে নতুন কমিশন গঠন করতে হবে।

সেক্ষেত্রে আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন ও পাস করে গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য হাতে চার সপ্তাহ সময় রয়েছে। এর আগে গত ১৭ জানুয়ারি ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন- ২০২২’ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

ওইদিন মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে। সিইসি ও ইসি নিয়োগে যোগ্যতার বর্ণনা দিয়ে সচিব বলেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার হতে হলে তাকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। বয়স কমপক্ষে ৫০ বছর হতে হবে।

একইসঙ্গে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারি বা বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে ২০ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংসদ সচিবালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের জন্য বিলটির সময় খুব কম দেওয়া হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব বিলটি পাস করা হবে। এটি পাস হওয়ার পরে নতুন নির্বাচন কমিশন আইনের আলোকে সিইসি ও ইসি নিয়োগ করা হবে। ইসি গঠনে কোনো আইন না থাকায় এর আগে তৃতীয়বারের মতো ইসি গঠন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

ইসি গঠন নিয়ে ২০১১ সালে প্রথম সংলাপ শুরু করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। এবারের সংলাপে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচন কমিশন আইন প্রণয়ন ও স্বাধীন, নিরপেক্ষ, শক্তিশালী ইসি গঠনের দাবি জানিয়েছে প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দলই। গত ১৬ জানুয়ারি ১৬তম অধিবেশন শুরু হয়। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী, বছরের প্রথম অধিবেশন হিসেবে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এদিন জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন।

১৭ জানুয়ারি এ ভাষণ সম্পর্কে চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি সমর্থন করেন সরকারি দলের সদস্য সামসুল হক টুকু। ওই দিন ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। প্রথম দিন ২ জন প্রতিমন্ত্রীসহ বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশ নেন। দিনের আলোচনা শেষে স্পিকার ২৩ জানুয়ারি রোববার বেলা ১১টায় পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মাহমুদ। আর তাই নীতিমালা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) তিনদিনের ডিসি সম্মেলনের শেষ দিনে এ নির্দেশ দেন বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের শেষ দিনে তথ্যমন্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অপপ্রচার বন্ধের আহ্বান জানান। ক্যাবল টেলিভিশনগুলো যেনো বিজ্ঞাপন প্রচার না করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ারও নির্দেশ দেন তিনি। এদিকে নদীর নাব্যতা ধরে রাখতে দূষন ও দখল বন্ধে জেলা প্রশাসকদের আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিতে বলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তিনি জানান সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অনুমতি নিয়ে বালু উত্তোলন করা যাবে। এসময় পশু খাদ্যে ভেজাল ও কারেন্ট জাল বন্ধে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী স ম রেজাউল করিম।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান ডিসি সম্মেলনে অংশ নেন। বৈঠক শেষে সেনা প্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনকে এক সাথে কাজ করতে হবে। তাহলেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যাবে।

প্রধান বিচারপতি ও তাঁর স্ত্রী করোনা আক্রান্ত

স্ত্রীসহ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী। বুধবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২০ জানুয়ারি) সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

বর্তমানে হাসপাতালের ভিআইপি কেবিনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন প্রধান

বিচারপতি। এর আগে মঙ্গলবার একই হাসপাতালে ভর্তি হন তার স্ত্রী ডালিয়া ফিরোজ।

হাসপাতাল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করে জানিয়েছে, প্রধান বিচারপতি এবং তাঁর স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে তাঁদের বিষয়ে মেডিকেল বোর্ড বসবে।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান করোনা আক্রান্ত

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদের। আজ রবিবার (১৬ জানুয়ারি) তার প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালী এ তথ্য জানিয়েছেন।

চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তিনি জানান, নেতিবাচক উপসর্গ নেই জিএম কাদেরের শরীরে। তিনি সুস্থ আছেন। জালালী জানান, সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে শনিবার করোনা পরীক্ষা করান বিরোধীদলীয় উপনেতা। রবিবার পাওয়া রিপোর্টে ফল পজিটিভ আসে।

তিনি আরও জানান, শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি জাপা চেয়ারম্যানের মনোবল অটুট আছে। জিএম কাদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিজ বাসভবনে বিশ্রামে আছেন বলে জানান জালালী। তার ভাষ্য, নিয়মিত ওষুধ ও খাবার খাচ্ছেন জাপা চেয়ারম্যান। সুস্থতার জন্য তিনি দেশবাসীর দোয়া চেয়েছেন।

যত আসন তত যাত্রী পরিবহণের

সিদ্ধান্ত

করোনা প্রতিরোধে গণপরিবহণে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে চলাচলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেটি থেকে সরে এসেছে সরকার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গণপরিবহণে যত আসন রয়েছে তত যাত্রী পরিবহণ করা হবে। বিধিনিষেধ শুরু দিনই বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত বদলের খবর এলো।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সভাপতি খন্দকার এনায়েত উল্লাহ গণমাধ্যমকে বলেন, বিআরটিএ চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন শনিবার থেকে গণপরিবহণের যত আসন রয়েছে তত যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। কারণ অর্ধেক যাত্রী নিয়ে চলাচল করলে পরিবহণ সংকট দেখা দেয়।

এক্ষেত্রে যাত্রী এবং পরিবহণ চালক ও হেলপারদের কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাচল করতে বলা হয়েছে। এই পরিবহণ নেতা বলেন, আমরা সব পরিবহণ মালিকদের বিআরটিএর এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। এক্ষেত্রে যারা সরকারের স্বাস্থ্যবিধি মানবে না তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশে নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে। করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই। এতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নতুন করে ১১ দফা নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছে। সরকারি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিধিনিষেধ কার্যকরের তারিখসহ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে। আর সব ধরনের যানবাহনের চালক ও সহকারীদের আবশ্যিকভাবে করোনার টিকার সনদ থাকতে হবে।

গত সোমবার (১০ জানুয়ারি) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা ওই প্রজ্ঞাপনে করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে ১৩ জানুয়ারি থেকে মোট আসনের অর্ধেক যাত্রী নিয়ে বাস চলাচলের নির্দেশনা দেওয়া হয়। ওই নির্দেশনার পর থেকেই ভাড়া বাড়ানোর জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া শুরু করেন বাস মালিকরা। এ পরিস্থিতিতে

বিআরটিএ প্রধান কার্যালয় বনানীতে বুধবার বিকালে ৯১২ জানুয়ারি) সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে বৈঠকে বসেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ

কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার। মালিক শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে বিআরটিএ চেয়ারম্যান জানান, শনিবার থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক সিট ফাঁকা রেখে যাত্রী নিয়ে গণপরিবহণ চলবে। ভাড়া বাড়বে না।

বিদ্যমান ভাড়ায় যাত্রী পরিবহণ করতে হবে। তবে মালিকরা সরকারের কাছে যত সিট তত যাত্রী নিয়ে চালানোর অনুমতি চেয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। বিআরটিএ’র ঘোষণার পরের দিনই সিন্ধান্ত বদল হয়ে যত আসন তত যাত্রী পরিবহণের সিদ্ধান্ত এলো।

ভাড়া বাড়ছে না, শনিবার থেকে বাসে অর্ধেক যাত্রী

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মেনে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে শনিবার থেকে বাস চলাচল করবে। এ জন্য ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। গতকাল বুধবার বনানীতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রধান কার্যালয়ে পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতাদের সঙ্গে কর্মকর্তাদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৈঠক শেষ বিআরটিএর চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মজুমদার এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তাঁদের এই দাবি বিবেচনার জন্য সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে বিষয়টি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিআরটিএ। দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বাস, ট্রেন ও লঞ্চে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে যাত্রী পরিবহনসহ ১১ দফা নির্দেশনা দিয়েছে সরকার।

এর আওতায় সারা দেশে সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বিআরটিএ কার্যালয়ে বৈঠকে উপস্থিত সূত্র জানায়, পরিবহনের মালিক ও শ্রমিকনেতারা বলেছেন, সবকিছু খোলা রেখে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালালে গণপরিবহনে সংকট

তৈরি হবে। যাত্রীরা বাস পাবে না।

এ ছাড়া পরিবহনমালিক–শ্রমিকেরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। যত আসন তত যাত্রী পরিবহন করলে সংকট কিছুটা কম হবে। এ পরিস্থিতিতে বিআরটিএর চেয়ারম্যান পরিবহন খাতের নেতাদের আশ্বস্ত করেন যে তাঁদের দাবিটি প্রস্তাব আকারে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তাঁরা সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

বিআরটিএর সূত্র বলছে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখে বাস চালানোর যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, তা মানার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরপরও যত আসন তত যাত্রীর দাবিটি বিবেচনায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ যত আসন তত যাত্রীর দাবি সরকার আমলে না নিলে শনিবার থেকে অর্ধেক আসন ফাঁকা রেখেই বাস চলবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব খন্দকার এনায়েত উল্যাহ বলেন, বাস্তবতা বিবেচনা করে যত আসন তত যাত্রীর প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন। এতে সরকার সায় দিলে পরিবহনে সংকট হবে না। তিনি জানান, সব চালক ও সহকারীকে টিকার আওতায় আনার বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন।

এ জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহনশ্রমিকদের টিকাদান কর্মসূচি শুরুর দাবি জানানো হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, বাসে স্যানিটাইজার রাখা, মাস্ক পরা নিশ্চিত করা—এসব বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন।

দেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশে করোনা সংক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে এবং সেটি বাড়ছে দ্রুত গতিতে। গত কয়েকদিন আগেও সংক্রমণের হার ছিল দুই শতাংশের কাছাকাছি। এখন তা বেড়ে প্রায় ১২ শতাংশ হয়েছে। এই হারে বাড়তে থাকলে আমরা ধারণা করছি আগামী

কয়েকদিনে হাসপাতালে রোগী বাড়বে। এভাবে বাড়তে থাকলে দেশ বেকায়দায় পড়ে যাবে।

আজ বুধবার রাজধানীর মহাখালীর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জন (বিসিপিএস) ভবনে অ্যাম্বুলেন্স ও ল্যাপটপ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালেও রোগী সংখ্যা বাড়ছে। রোগীদের হাসপাতালে আসা শুরু হয়ে গেছে। আর এভাবে হাসপাতালে তিন-চার গুণ রোগী হলে বেকায়দায় পড়তে হবে। হাসপাতাল ব্যবস্থা, চিকিৎসক-নার্সদের ওপর চাপ পড়বে, মৃত্যু হারও বাড়বে। যদিও টিকা নেওয়ার কারণে মৃত্যু হার কিছুটা কম। কিন্তু রোগী যদি লাখ লাখ হয় তাহলে তারা কোথায় থাকবে এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে।

তিনি বলেন, আমরা ধরে নিই, পাঁচ শতাংশের হাসপাতালে আসতে হয়। এরই মধ্যে হাসপাতালে রোগী আসা শুরু হয়ে গেছে। আমরা দেখব আগামী পাঁচ-সাতদিনের মধ্যেই অনেক রোগী হয়ে যাবে হাসপাতালে। তখন আবার একটা কষ্টকর অবস্থা তৈরি হবে। হাসপাতালে প্রেসার পড়বে, চিকিৎসক-নার্সদের ওপর প্রেসার পড়বে। সিট পেতে সমস্যা হবে, মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে।

জাহিদ মালেক বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার ২০ হাজার শয্যা তৈরি রেখেছিল। আরো ২০ হাজার শয্যা প্রস্তুত করা হচ্ছে। যদি ৪০ হাজার রোগী হয়, তাহলে রাখা যাবে। কিন্তু যদি এক লাখ হয়, তাহলে কোথায় থাকবে? এখন মৃত্যুর হার কম আছে, কারণ হলো টিকা নেওয়া আছে। কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা যদি তিনগুণ-চারগুণ হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু বেকায়দায় পড়তে হবে।

আগামীকাল থেকে কোনো প্রোগ্রাম হবে না, এটাই সরকারের নির্দেশনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ জনগণের সেবা দিতে পারে, চিকিৎসা দিতে পারে, সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে। রাস্তাঘাটে যে প্রোগ্রাম হয় সেটা তো স্বাস্থ্যবিভাগ আটকাতে পারবে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরামর্শ দিতে পারবে। সেটার বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয় রয়েছে।

দেশে ওমিক্রনের কমিউনিটি ট্রান্সমিশন শুরু হয়েছে মন্তব্য করে জাহিদ মালেক বলেন, দেশে এখন ১৫ থেকে ২০ শতাংশ করোনা রোগীই ওমিক্রনে আক্রান্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।